দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 1 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

সিলেটে দেড় শতাধিক কওমি মাদ্রাসা ও এনজিওর কর্মকাণ্ডের খোঁজ নিচ্ছে প্রশাসন

॥ সিলেট অফিস ॥

সিলেটে দেড় শতাধিক কওমি মাদ্রাসা ও কয়েকটি এনজিও'র ব্যাপারে প্রশাসন ব্যাপক খোঁজ-খবর নিচ্ছে। পুলিশের গোয়েন্দা শাখার সদস্যরা জেলার প্রতিটি কওমি মাদ্রাসার খোঁজ নিতে ঐ এলাকায় ছুটে যাচ্ছেন। নানা কৌশলে তারা এসব মাদ্রাসার ব্যাপারে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে জেলার কওমি মাদ্রাসাগুলোর একটি প্রাথমিক তালিকা তৈরি করেছে পুলিশ। সিলেট মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে জেলার ১১টি উপজেলায় মোট ১৪০টি কওমি মাদ্রাসা চিহ্নিত করা হয়েছে। এর বাইরে আরো মাদ্রাসা আছে কিনা সে ব্যাপারে সন্ধান চলছে। তবে গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত মেট্রোপলিটন এলাকার কওমি মাদ্রাসার হিসাব পুলিশের কাছে পাওয়া যায়নি। একটি সূত্র জানায়, মহানগরী সিলেটসহ পুরো জেলায় প্রায় দুইশ' কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একজন কর্মকর্তা গতকাল মঙ্গলবার ইত্তেফাককে (১৯শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

সিলেটে দেড় শতাধিক

(২০ পৃঃ পর)

বলেন, সিলেট জেলার সীমান্তবর্তী একটি উপজেলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত দুই-তিনটি কওমি মাদ্রাসার ব্যাপারে কড়া নজরদারি চলছে। দুর্গম এলাকায় অবস্থিত ঐ মাদ্রাসাগুলোর কর্মকাণ্ড বিস্তারিত জানতে একটি বিশেষ টিম কাজ করছে।

এদিকে বিভিন্ন মুসলিম দেশের অনুদানে চলা কয়েকটি এনজিও'র ব্যাপারেও সিলেটে জোরালোভাবে খোঁজ-খবর নিচ্ছে পুলিশ। এরমধ্যে মুসলিম এইড নামক এনজিও'র কার্যক্রম রয়েছে সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার পুলিশের একটি টিম সেখানে গিয়ে মুসলিম এইডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছবি, বায়োডাটাসহ বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছে। এই এনজিও'র কার্যক্রম ও তাদের অর্থের উৎস জেনে এসেছে। মুসলিম এইডের সাথে জামায়াতের লোকজন সম্পৃক্ত রয়েছেন বলেও পুলিশ জানায়। এছাড়া সিলেট মহানগরীতে মাঝে-মধ্যে কার্যক্রম পরিচালনাকারী ইসলামিক রিলিফ, আল মারকাজুল ইসলামী প্রভৃতি এনজিও'র বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।